"মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু"

প্রশ্নোত্তরে

শিশুদের আখলাক

ইয়াজিন আল-গানিম

(সিরিয়ান লেখক ও গবেষক, বহু গ্রন্থপ্রণেতা)

অনুবাদক

সালমান মাসরুর

@ অনুবাদ-সৌজন্য : ভাষাঘর

আযান প্রকাশনী

/azanprokashoni

প্রকাশকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দরতম অবয়ব দান করেছেন। দান করেছেন আখলাক বা চরিত্র। দিয়েছেন সুন্দরতম আখলাক গড়ার পাথেয়। মানুষের মেযাজ বুঝানোর জন্য আরবিতে ব্যবহার করা হয় আখলাক (اخلاق) শব্দটি। আখলাক দ্বারা জন্মগত বৈশিষ্ট্য বুঝায়, আদর্শবোধ, নৈতিকতা, স্বভাব চরিত্র, আদব বুঝায়। আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'

(সূরা আল-কালাম, আয়াত: ০৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।' (মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত)

শিশুদের আখলাক বা চরিত্র গঠনে প্রয়োজন উত্তম তরবিয়ত। কেননা উত্তম তরবিয়তের মাধ্যমেই উত্তম আখলাক গড়ে উঠতে পারে। উত্তম আখলাক শিখে একটি শিশু বাচ্চা

সুন্দরভাবে মিষ্টি ভাষায় নরম স্বরে কথা বলতে শিখবে, কাউকে গালি দেবে না, দান-সদাকা করতে শিখবে, অন্যের দুঃখে দুঃখী হবে, অন্যকে আনন্দ দেবে, হিতৈষী হবে, সবর করতে শিখবে, সততা শিখবে, স্পষ্টভাষী হবে, শান্তভাব অর্জন করবে, লজ্জাশীলতা শিখবে, বীরত্ব নিয়ে বড় হবে, বিনয়ী হবে, ধীরস্থিরতা শিখবে, দৃঢ়তা অর্জন করবে, ন্যায়বিচার শিখবে, হিকমাহ ও সুধারণা পোষণ করবে, সহযোগিতাম সহনশীলতা, সময়ানুবর্তিতা ও সমবেদনাবোধ হাসিল করবে। রসিকতা, ভদ্রতা, ভাবগাম্ভীর্যতা, মহানুভবতা ও ওয়াদা পূরনে থাকবে অগ্রগামী। অল্পেতুষ্টি, কর্মোদ্যম, ইহসান, আমানত, জবানের হেফাযত, তাওবাহ গোপনীয়তা রক্ষা ও ক্ষমা করে দেওয়া হবে তার দৈনন্দিন জীবনের পথ চলার অবলম্বন।

তাই, শিশুদের চরিত্র গঠনের সোপান হিসেবে আযান প্রকাশনীর এবারের আয়োজন বই- "শিশুদের আখলাক" সিরিয়ান লেখক, গবেষক, ইমাম ও খতিব - ইয়াজিন আল-গানিম রচিত, ভাই সালমান মাসরুর এর অনুবাদে বইটি হয়ে উঠেছে শিক্ষণীয় ও প্রাণবন্ত। আমরা বিশ্বাস করি এই বইটি পড়ে শিশুরা সুন্দর আখলাক গড়ার পাথেয় পাবে। নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদর্শে ন্যায়, আদল ও ইনসাফ করতে শিখবে।

প্রশ্নোত্তরে লেখা এই বইটি থেকে প্রতিটি শিশু আখিরাতের পাথেয় কুড়ানোর সবরকমের উপায় খুঁজে পাবে ইন শা আল্লাহ! ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ!

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহর জন্যে। অসংখ্য সালাম ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা কিরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের ওপর।

একজন মুরব্বি, মা-বাবার জন্য কর্তব্য হলো, নিজের শিশুদেরকে ছোট্ট থেকে ইসলামি আকিদা, কালচার, শিষ্টাচার ও ইসলামি চরিত্র শিখিয়ে বড় করে তুলা। ছোট থাকাবস্থায়ই সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখা। কার সাথে ওঠাবসা করছে, কার সাথে খেলছে, কী পড়ছে, কী লিখছে, তার আচার-আচরণ কেমন, এসব বিষয়ের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়া। কিন্তু কয়জন মা-বাবা এ কাজটা করে?! আমরা সমাজের দিকে তাকালে দেখি বাচ্চাদের শৈশবে মা-বাবা, মুরব্বিরা উত্তম চরিত্র শেখায় না এবং যখন বড় হয় তখন আফসোস করে, হায়! আমার ছেলেটা তো নষ্ট হয়ে গেলো! কারো কথা মানেনা, ভালো কথা শুনেনা।

এজন্যে বড় হওয়ার আগেই আমাদের বাচ্চাদের আকিদা নির্মাণ করতে হবে, আমল ঠিক করতে হবে, উত্তম চরিত্র শেখাতে হবে। না হয় বড় হয়ে আফসোস করে কোন লাভ নেই। আমরা নিজেদের শিশুদের খাবার-দাবার, চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব দিলেও তাদের আকিদা, আখলাক, আমল ঠিক

করার প্রতি তেমন গুরুত্ব দিই না। এটা আমাদের মারাত্মক ভুল, এর জন্যে আল্লাহর নিকট আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি শিশুদের ইসলামি চরিত্র শেখানোর প্রাথমিক ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। আমি বইটি আরবি থেকে অনুবাদ করেছি যাতে শিশুরা এটা থেকে উপকৃত হতে পারে এবং মুরব্বিরাও সহজে তাদের সন্তানদেরকে ইসলামি চরিত্র শেখাতে পারে। বইটি শিশুদের জন্যে লেখা হলেও এটা থেকে বড়রাও অনেক কিছু শেখার আছে।

আমি বইটি অনুবাদের পাশাপাশি হাদিস ও আয়াতের তাখরিজ সংযোজন করে দিয়েছে। অবশ্য মূল বইয়ে প্রায় জায়গায় খুবই সংক্ষিপ্তাকারে তাখরিজ দেয়া ছিলো। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য নির্ভুল থাকার চেষ্ট করেছি।

আল্লাহ তাআলা বইটি কবুল করুন এবং লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সকল মুসলিম ভাই-বোনের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমাদের মেহনতে পরিপূর্ণ ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। আমিন।

সালমান মাসরুর
০৭-১১-১৪৪২ হিজরি

লেখক পরিচিতি

লেখকের পুরো নাম ও বংশ: ইয়াজিন আবদুর রাজ্জাক রুজাইক আল-গানিম আবু কুতাইবাহ। তিনি সিরিয়ার দারআ শহরের বসবাস করেন। তিনি সিরিয়ার দারআ শহরের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্টান সানাবিয়াতুল ইমাম নাবাবি লিল উলুমিশ শারইয়্যাহ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ালেখা করেছেন এবং লেবাননের বৈরুতে অবস্থিত জামিয়াতুল ইমাম আল আউজায়িতে উলুম শারয়িয়্যাহ নিয়ে পড়ালেখা করেছেন এবং ফিকহুল খিলাফ ওয়াল হিওয়ারের ওপর ডিপ্লোমা করেছেন। তিনি একজন ভালো লেখক, শরয়ি গবেষক, ইমাম ও খতিব। তার লিখিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে। নিম্নে কিছু বইয়ের তালিকা দেয়া হলো:

১. আননিয়্যাতুস সালিহাহ ফিজ জাওয়াজিল ইসলামি

২. আল কালিমাতুল আশারাতুত তাহফিজিয়্যাহ ফি হিফজি কিতাবি রাব্বিল বারিয়্যাহ

৩. উলামা ইহতাদাও ইলা আকিদাতিস সালাফ আস সালিহ

৪. জুনুনুল ইলহাদ ওয়া আকলানিয়্যাতুল ইমান

৫. আল মুখতাসারুল মুফিদ ফি খুলুকি তাগাদি

৬. বাদু কাওয়ায়িদিল মাল ওয়া ফান্নু ইদারাতিহি ওয়া হিফদিহি মিনাদ দায়া

৭. আল আজকার লিত তিফলিল মুসলিম সুআল ওয়া জাওয়াব

৮. রিসালাতুন ইলা কুল্লি মাহমুমিন ওয়া মাহজুন

৯. ওয়াকাফাত মাআ ইলমিন নাফস ফিত তাসাওয়ুরিল ইসলামি

১০. মাজা তাআল্লামনা মিন রামাদান ওয়া মাজা বাদা রামাদান

১১. তাজকিরুল ইবাদ বি নিয়ামিল মুনয়িম ওয়া শুকরিহা

১২. আল মুখতাসারুল মুফিদ ফি খুলুকিল মুরুআহ

১৩. আল ইখলাস ফি আরকানিল ইসলাম

১৪. আল হাদ্দু আলা তাআহুদিল মাহফুজি মিনাল কুরআন

১৫. তুরুকু তাসহিলিল ইলম

১৬. রিসালাতুন ফি তাসলিয়াতিল ফাকিরিস সালিহ

১৭. আসবাবু সাবাতিল ইলম

১৮. মাওয়ায়িজু ওয়া হিকামুস সাইফ

১৯. আল কালিমাতুল আশারাহ ফিত তাসলিম লিল আলিম

২০. তাহরিরু মাফহুমি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ

২১. আল ইমান আমনুন ওয়া আমান

২২. আল কালিমাতুল মুজাজাহ ফি উসুলিদ দাওয়াহ ইলাল্লাহি তাআলা

২৩. রিসালাতুন মুহিম্মাহ ফিত তাআয়ুনি ওয়াত তানাসুহি বাইনা আহলিল ইসলাম আলাখতিলাফিহিম

২৪. আল মুখতাসারুল মুফিদ ফিশ শিরি ওয়া আনওয়ায়িহি ওয়া হুকমিহি

২৫. তাজরিদুল ইত্তিবায়ি আনিল মুয়াসসিরাতিল খারিজিয়্যাহ

২৬. আখলাকুত তিফলিল মুসলিম সুআল ওয়া জাওয়াব

লেখকের ভূমিকা

শুরু আল্লাহর নামে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে।

মা-বাবা ও মুরব্বিগণ যেসব চরিত্রের ওপর নিজ সন্তানদের বড় করে তুলা উচিত সে ধরনের কিছু চরিত্র নিয়ে এ বইটি লেখা।

আমি বইটি প্রশ্নোত্তর আকারে বিন্যস্ত করেছি। কেননা তা মেধাকে শক্তিশালী করে এবং মুখস্থকে মজবুত করে এবং যাতে বইটি ইনিস্টিটিউটে , মসজিদের হালকায় এবং ঘরে পড়া হয়। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন বইটি কবুল করেন এবং এর দ্বারা উপকৃত করেন।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ——— ৩

অনুবাদকের কথা ——— ৫

লেখক পরিচিতি ——— ৭

লেখকের ভূমিকা ——— ৯

প্রশ্ন ১: উত্তম চরিত্রের ফজিলত কী?

উত্তর: ——— ১৪

প্রশ্ন ২: আমরা ইসলামি চরিত্র কর্তব্যরুপে গ্রহণ করবো কেন?

উত্তর: ——— ১৫

প্রশ্ন ৩: আমরা চরিত্র কোত্থেকে গ্রহণ করবো?

উত্তর: ——— ১৬

প্রশ্ন ৪: ইহসান চরিত্র কী? এবং ইহসানের ধরন কী কী?

উত্তর: ——— ১৭

ইহসানের কিছু ধরন: ——— ১৮

প্রশ্ন ৫: ইহসানের বিপরীত কী?

উত্তর: ——— ১৯

ইসাআহ তথা খারাপ কাজ বা আচরণের কিছু ধরন: ——— ১৯

প্রশ্ন ৬: আমানতের প্রকার ও ধরন কী কী?

উত্তর: ——— ২০